জাতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২৫) এর সমন্বিত কর্মকৌশল অনুযায়ী পুষ্টি বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকৌশল:

পুষ্টি শারীরিক বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সর্বোচ্চ অর্জনের মৌলিক বিষয় হিসেবে দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত। বৃহৎ অর্থে পুষ্টি একই সঙ্গে উন্নয়নের জোগান (ইনপুট) ও ফলাফল (আউটপুট)। অপুষ্টির কারনে সংঘটিত রোগব্যাধি ব্যক্তিজীবনে কর্মঘন্টা হ্রাস ও আর্থিক ক্ষতিসাধন করে যা সার্বিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত করে।বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় পুষ্টিনীতি অনুমোদন করেছে। জাতীয় পুষ্টিনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সব নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধনসহ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমানে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভাস নিশ্চিত করা। জাতীয় পুষ্টিনীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় (২০১৬-২০২৫) বিভিন্ন খাতভিত্তিক কৌশল, মূল কর্মক্ষেত্র এবং প্রধান প্রধান কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা রয়েছে। রূপকল্প ২০২১-এ যেমন বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ ও বৈষম্য হ্রাস করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে, তেমনি তা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আছে অপুষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন দরিদ্র ও দুস্থ জনগোষ্ঠী যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেগুলো কমিয়ে আনা। এক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশল নিম্নরূপ:

জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল #	উপ-কৌশল #	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	শ্রম মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	বছর							
						৩য় ('১৮-১৯)	৪র্থ ('১৯-২০)	৫ম ('২০-২১)	৬ষ্ঠ ('২১-২২)	৭ম ('২২-২৩)	৮ম ('২৩-২৪)	৯ম ('২৪-২৫)	১০ ('২৫-২৬)
৬.১ ৬.১.২	৬.১.২.২	২. আইনি সুরক্ষা জোরদার করা (বিএমএস আইন ২০১৩-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং শিশুবান্ধব হাসপাতাল, মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি)	দীর্ঘমেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	*শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চলমান কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্প:* ➢ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা প্রয়োগ ➢ শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ➢ গার্মেন্টস কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা ➢ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা *উপ- কার্যক্রম (Sub-activity/ies):*								
				• *শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে শতকরা একশত ভাগ প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটি, ভাতা নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং জোরদারকরণ;*	• মাতৃত্বকালীন ছুটি, ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে পরিদর্শকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করা								
				• *মনিটরিং টিমের সদস্যদের ওরিয়েন্ট করা ও মনিটরিংয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;*	• পরিদর্শন কাজে ব্যবহৃত চেকলিস্টে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতাসহ বাংলাদেশ শ্রম আইনের অন্যান্য কল্যাণমূলক বিষয়াদি চাহিদা অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তকরণ।								
				• *গার্মেন্টস কারখানার কমপ্লায়েন্স চেকলিস্টে মাতৃত্বকালীন ছুটি, ভাতার বিষয়ের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং কমপ্লায়েন্স মনিটর করা।*	• আলোচ্য বিষয়টি যথাযথভাবে মনিটরিংয়ের জন্য প্রধান কার্যালয়ে একটি সেল গঠন।								

জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল #	উপ-কৌশল #	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	শ্রম মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	বছর							
						৩য় ('১৮-১৯)	৪র্থ ('১৯-২০)	৫ম ('২০-২১)	৬ষ্ঠ ('২১-২২)	৭ম ('২২-২৩)	৮ম ('২৩-২৪)	৯ম ('২৪-২৫)	১০ ('২৫-২৬)
			দীর্ঘমেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	• প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য advocacy workshop আয়োজন;	• শিল্প-কারখানা ও শ্রমঘন এলাকায় advocacy workshop এর আয়োজন করা।								
				• জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান IPHN (Institute of public Health and Nutrition) এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;	• শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রসমূহে কর্মরত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গর্ভবতী নারী ও শ্রমজীবী মহিলা-পুরুষদের পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম বিরতিকরণ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও ঔষধ সরবরাহ।								
				• প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ SBCC (Social Behavior Change Communication) বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ, advocacy উপকরণ তৈরি;	• প্রকল্প গ্রহণ।								
				• নিয়মিত মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ									
				• শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, ২৯টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ০৪টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এবং নির্মানাধীন OSH একাডেমির প্রশিক্ষণ সিলেবাসে পুষ্টি বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	• সকল প্রশিক্ষণে পুষ্টি, প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ।								
				• ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	• শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনোদনের সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করা।								

জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল #	উপ-কৌশল #	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	শ্রম মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	বছর		
						৩য় ('১৮-১৯)	৪র্থ ('১৯-২০)	৫ম ('২০-২১)
			মধ্যমেয়াদী (২০১৬-২০২০)	• শ্রম অধ্যুষিত এলাকায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যালয়সমূহে mid-day-meal সরবরাহ করা এবং গর্ভবতী নারীদের জন্য pregnancy kits সরবরাহকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান-বৈঠকের মাধ্যমে শ্রমজীবী নারী-পুরুষদের উদ্বুদ্ধকরণ।	• একটি প্রকল্প গ্রহণপূর্বক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে শ্রমিকদের (suplemantary) খাবার ও শ্রমজীবী নারীদের বিশেষ করে গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ।			
				• -Informal sector এ কর্মরত নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, ভাতার সুবিধা প্রদানের জন্য আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।	• সময়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে বাংলাদেশ শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।			

95

কৌশল #	কৌশল #	কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রধান কার্যক্রম		শ্রম মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	বছর							
						৩য় ('১৮-১৯)	৪র্থ ('১৯-২০)	৫ম ('২০-২১)	৬ষ্ঠ ('২১-২২)	৭ম ('২২-২৩)	৮ম ('২৩-২৪)	৯ম ('২৪-২৫)	১০ ('২৫-২৬)
		৫. কর্মক্ষেত্রে শিশুকে মাতৃদুগ্ধদানে সহায়তা প্রদান	দীর্ঘমেয়াদী (২০১৬-২০২৫	***শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চলমান কর্মসূচি/কাযক্রম/প্রকল্প:*** ➢ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা প্রয়োগ ➢ শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ➢ গার্মেন্টস কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা ➢ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা									
				উপ- কার্যক্রম (Sub-activity/ies)									
				• *কর্মক্ষেত্রে শিশুকে মাতৃদুগ্ধদানে সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য Creche/ day care স্থাপনে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (Institute of Public Health Nutrition-IPHN), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা প্রদান;*	• পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বেসরকারি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ সেখানে অবস্থানরত শিশুদেরকে খাবার সরবরাহের মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ।								
				• *Creche/ day care এ প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ নিশ্চিত করা;*	• বিষয়টি পরিদর্শন চেকলিষ্টে অন্তর্ভুক্তকরণ।								
				• *প্রতিষ্ঠান সমূহের Creche/ day care স্থাপন এবং যথাযথভাবে পরিচালনা (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) বিষয়ে কমপ্লায়েন্স চেক করার জন্য মনিটরিং জোরদারকরণ;* • *গার্মেন্টস কারখানার কমপ্লায়েন্স চেকলিস্টে*									
				Creche/ day care স্থাপনঅন্তর্ভুক্তকরণ এবং কমপ্লায়েন্স মনিটর করা; • *প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য advocacy workshop আয়োজন;*	• পুষ্টি বিষয়ে লিফলেট তৈরি ও বিতরণ এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে আলোচনা সভার আয়োজন।								
				• *পুষ্টি সপ্তাহ (২৩-২৯ শে এপ্রিল)-এর সময় বিশেষ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।*									

জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল #	উপ-কৌশল #	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	শ্রম মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	বছর							
						৩য় ('১৮-১৯)	৪র্থ ('১৯-২০)	৫ম ('২০-২১)	৬ষ্ঠ ('২১-২২)	৭ম ('২২-২৩)	৮ম ('২৩-২৪)	৯ম ('২৪-২৫)	১০ ('২৫-২৬)
		৬. মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার সুরক্ষায় শ্রম মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্তকরণ	দীর্ঘমেয়াদী (২০১৬-২০২৫	*উপ- কার্যক্রম (Sub-activity/ies):* *- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান(Institute of Public Health Nutrition-IPHN), BGMEA এর সাথে সমন্বিতভাবে মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার সুরক্ষাকল্পে নিয়মিত সভা আহ্বান*								
				• মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার সুরক্ষায় শ্রম মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ সংস্থাসমূহ শিল্প-মালিক ও শ্রমিকদের সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সভা করা যেতে পারে।	• সভা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণ।								
৬.১.৬.১.৩	৬.১.৩.৩	১. পুষ্টির ওপর বিশেষ আলোকপাত করে যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডসের ব্যবস্থাপনার জাতীয় নির্দেশিকা সংশোধন করা	দীর্ঘমেয়াদী (২০১৬-২০২৫	• *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এইচআইভি/এইডসের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নির্দেশিকা সংশোধন এবং যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডস, ক্যান্সার, মূত্রাশয় ও যকৃত সংক্রান্ত রোগের ওপর লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের নির্দেশিকা/বিধি হালনাগাদ করায় অংশগ্রহণ এবং নির্দেশিকা প্রস্তুত করে শ্রমঘন এলাকায় বিতরন করা।*	• নির্দেশিকা হালনাগাদকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান ও শ্রমঘণ এলাকায় বিতরণ।								
		২. যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডস, ক্যান্সার, মূত্রাশয় ও যকৃতসংক্রান্ত রোগের ওপর লক্ষ রেখে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের নির্দেশিকা/বিধি হালনাগাদ করা	দীর্ঘমেয়াদী (২০১৬-২০২৫										